BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

এপ্রিল - জুন ২০২০ ■ সংখ্যা ০৭ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

এক নজরে

০২ করোনাকালে সামাজিক দূরত্ব মেনে নাগরিক সম্পৃক্ততা ব্র্যাকের উদ্যোগ

০৩ বিভাগীয় ফোরাম মিথস্ক্রিয়ার অনন্য বাতায়ন

০৪ প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের পথে বিজিটিএফ

করোনায় সামাজিক দূরত্ব মানার বাস্তবতা বনাম সরকারি কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা

— মাহানুল হক

করোনায় অন্য সবকিছুর মতো ডিম্যাপ প্রকল্পে সরকারি ক্রয়কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততার যে মডেল সিপিটিউ-এর পক্ষে বিআইজিডি, ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে সেটাও সাময়িকভাবে হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্চ এর ২৫ তারিখ সরকারী ছুটি ঘোষণার আগ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ গঠন করা থেকে শুরু করে তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও ইঞ্জিনিয়ার অফিসের সাথে সমন্বয় করে নাগরিক অবহিতকরণ সভা আয়োজন থেকে শুরু করে সব কার্যক্রমই স্বাভাবিকভাবে চলেছে। নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরাও দেশব্যাপী প্রকল্পের অধীনস্ত সাইটগুলির চলমান কাজের মান তদারকি করেছে, মান খারাপ থাকলে ইঞ্জিনিয়ার অফিসে অভিযোগ দিয়েছে এবং বেশিরভাগ অভিযোগই সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক লেগে থেকে সমাধান করে নিয়েছেন।

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

করোনার ঝুঁকি রোধে সরকারি ছুটি ঘোষণার পর হতে আমাদের নাগরিক সম্পৃক্ততার কাজ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে কারণ আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে দল, মত, শ্রেণি, পেশা, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে জনগণ নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থে একে অপরের কাছে আসবে এবং একজোট হয়ে নিজেদের কাজ নিজেরা বুঝে নিবে। নাগরিকদের কাছে নিয়ে আসার লক্ষ্যের বিপরীতে 'সামাজিক দূরত্ব' মেনে ঘরে থাকার চ্যালেঞ্জ আমাদের কাজকে জটিল করে দেয়। প্রথমত, সরকারি নির্দেশ মেনে প্রত্যেকটি জেলা, উপজেলার এলজিইডি অফিস বন্ধ হয়ে যায়, তাই আমাদের সার্বক্ষণিক মোবাইল ফোনে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে সরকারী ছুটি এর পুরোটা সময়। প্রশাসনের তদারকিতে, সরকারী ছুটির কারনে ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে ফিল্ড মনিটরিং বন্ধ থাকায়, চলাচল এর সুযোগ সীমিত থাকায় ও সাইটে কাজ করার শ্রমিক এর অভাবে আমাদের প্রকল্পের অন্তর্গত বেশিরভাগ সাইটে চলমান স্কুল, রাস্তা সহ সকল উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে অল্প সংখ্যক যে সাইটগুলিতে কাজ চলমান ছিল, আমরা সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করেছি, নাগরিকদের কাছ থেকে সেই কাজের আপডেট নিতে, তাঁরা সামাজিক দূরত্ব মেনে কিভাবে কাজটা দেখছেন সেটা জানতে। এই বিষয়ে তাঁদের সাথে আমাদের ফিল্ড অফিসারেরা সার্বক্ষণিক মোবাইলে যোগাযোগ করেছেন। এছাড়াও করোনার এই সময়ে নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের নারী ও পুরুষ সদস্যদের 'সামাজিক দূরত্ব' সম্পর্কে ধারনা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি সচেতনতামুলক আলোচনা করা হয়েছে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

করোনার সরকারী ছুটি শেষে আমরা যেন দ্বিগুণ, তিনগুন গতিতে কাজ করে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি সেজন্য বিআইজিডি ও ব্র্যাক এর সকল মাঠকর্মকর্তাদের সাথে অনলাইনে বারংবার মিটিং করা হয়েছে এবং বাস্তবাতার নিরিখে সরকারি নির্দেশ অনুসারে এই সংকটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে আমরা সার্বক্ষণিক চোখ রেখেছি, নতুন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। তাই সরকারি ছুটি শেষ হওয়া মাত্র আমাদের কর্মীরা ছুটে গিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার অফিসে এবং করোনার আগের চলমান কাজ শুরু হওয়ার সময় জেনেছে এবং যে কাজ শুরু হতে যাচ্ছে সেগুলোর তালিকা নিয়েছে। এর পাশাপাশি যেহেতু এখনো করোনা পরিস্থিতি বিরাজমান সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার অফিসের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে এই মুহূর্তে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের বিষয়ে কিংবা সাইটের কাজ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার বিকল্প উপায় কি হতে পারে সে সম্পর্কে। এখন সরকারি ছুটি শেষ হবার পর হতে সামাজিক দূরত্ব মেনে নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ গঠন ও তাঁদের ওরিয়েনটেশন দেয়ার কাজ পুরোদমে চলছে। মোট কথা, করোনায় সামাজিক দূরত্ব মেনে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু সামাজিক দূরত্ব এর বাঁধা নাগরিকদের উদ্যমে ও উৎসাহে ভাটা প্রদান করতে পারে নাই বরং তাঁদের আগ্রহ ও স্বদিচ্ছায় এখনো প্রকল্পের আওতাধীন সাইটের যেখানেই কাজ চলমান সেখানেই তাঁরা কাজ বুঝে নিচ্ছে, তাই করোনার মধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের মানের ব্যাপারে অভিযোগ এসেছে এবং তাঁর সমাধান হয়েছে । সামাজিক দূরত্ব জনগণের মনোবলে দূরত্ব তৈরি করতে পারে নাই।

করোনাকালে সামাজিক দূরত্ব মেনে নাগরিক সম্পৃক্ততা

ব্র্যাকের উদ্যোগ

— রবিউল ইসলাম

ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ২০১৯ হতে মাঠ পর্যায়ে Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি বাংলাদেশকেও সংক্রামিত করেছে। এমতাবস্থায় DIMAPPP এর কর্মীগণ বাংলাদেশ সরকার ও ব্র্যাকের নির্দেশনা মেনে স্থানীয় জনগণের সম্পৃততা নিশ্চিত করেছে। চলমান প্রকল্পগুলিতে সরকারের নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্মীগণ মোবাইল ফোন, মেসেঞ্জার, Google meet, Zoom সহ অন্যান্য Technology ব্যবহার করে স্থানীয় নাগরিক, উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। ফলে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে অবহিত করা সম্ভব হয়েছে এবং উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিটিজেন মনিটর গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব কঠোরভাবে মেনে চলা হয়েছে। করোনা মহামারির পূর্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট সিটিজেন মনিটর গ্রুপ গঠন করার নির্দেশনা থাকলেও বর্তমান জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনা

করে করোনা পরিস্থিতি নিয়োন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ৯ সদস্য বিশিষ্ট সিটিজেন মনিটর গ্রুপ গঠন করা হচ্ছে। যেখানে নারী-৩ জন, পুরুষ-৫ জন এবং যুবক-১ জন। তবে নারী প্রতিনিধি যদি বেশী হয় তাহলে পুরুষ সদস্য কমে যাবে মোট সদস্য সংখ্যা ৯ এর বেশী হবে না। সরকারি স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মেনে স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিটিজেন মনিটর গ্রপের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওরিয়েন্টেশন সেশন চলাকালীন সময়ে নিয়মিত হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকছে। প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মাস্ক সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সাইট মিটিং এর আয়োজন করা হচ্ছে তবে মিটিং এর সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশী রাখা হচ্ছে না। অবশ্যই উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার অথবা তাহার মনোনিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সাইট মিটিং করা হচ্ছে মিটিং চলাকালিন সময়ে নিয়োমিত হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থ াকছে। প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মাস্ক সরবরাহ করা হচ্ছে। কিছু কিছু প্রকল্প এলাকায় রেড জোন থাকায় শুধু মাত্র সিটিজেন মনিটর গ্রুপ গঠন ও তাদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তবে প্রত্যেক সাইটে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত রেড, ইয়েলো এবং গ্রীন জোন বিবেচনা করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিভাগীয় ফোরাম
মিথস্ক্রিয়ার অনন্য বাতায়ন

— সৈয়দা সেলিনা আজিজ

পানের রসে লাল হয়ে ওঠা দাঁত আর গড়পড়তা পোশাক। কেতাদুরস্ত সব সরকারি বড় কর্তাদের মাঝে এই তিনি সামনের সারিতে বসে কী করছেন- এই প্রশ্নই সবার আগে মনে আসে! এমন অনুষ্ঠানে এমন ব্যক্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া তো অনেক দূরে কথা। অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তিনি বক্তার বক্তব্যকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ (আইএমইডি) এবং সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের শীর্ষ কর্মকর্তারা তখন নিজেদের বক্তব্যে দেশের প্রকিউরমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন, ইলেকট্রনিক প্রকিউরমেন্ট দেশের প্রকিউরমেন্টে বিপব আনতে পারে। আর ঠিক সে সময় উঠে দাঁড়িয়ে আঞ্চলিক টানে নিজের দ্বিমত খুব সহজভাবে জানিয়ে দিলেন এই ব্যক্তি, ‘আপনারা বলছেন ই-জিপির মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু আমি আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। এখন তো যে কোনো কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করাই সবচেয়ে কঠিন। আমাদের শহরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কনস্ট্রাকশন ঠিক সময়ে শেষ হয়নি। কাজের বাজেট যেন আরও বেড়ে না যায়, সে কারণে ঠিক সময়ে কাজটি শেষ করা দরকার ছিল। কিন্তু এই কাজের যিনি ঠিকাদার তিনি খুবই ধীরগতিতে কাজ করছেন। যদি এই কাজটিই স্থানীয় কোনো ঠিকাদারকে দেওয়া হতো তাহলে ঠিক সময়ে কাজ শেষ করার জন্য আমরা অন্তত তাঁকে চাপ দিতে পারতাম। যেহেতু এই কাজের ঠিকাদার স্থানীয় নন, আমরা কিছুই করতে পারছি না। ই-জিপির কারণেই তো বাইরের এলাকার ঠিকাদাররা বিডিং এ অংশ নিতে পারছেন, তাই না? যদি ঠিকাদার স্থানীয় না হন, তাঁরা কাজের প্রতি যত্নশীল হন না। আর তাঁদের ওপর আমরা চাপ দিতেও পারি না।’

আইএমইডি সচিব প্রশ্নটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেন এবং প্রশ্নকর্তাকে পুরো ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করেন। বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তিনি প্রশ্নকর্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে ক্রয়কারী সংস্থা অনভিজ্ঞতার কারণে চুক্তি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। দৃষ্টান্তস্বরুপ তিনি বলেন, মূলত দেরিটা হয় চুক্তির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আর সে কারণেই পুরো প্রক্রিয়াও নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পিছিয়ে যায়। ফলে শেষের দিতে ক্রয়কারী সংস্থাকে তাড়াহুড়ো করতে হয়। আইএমইডি সচিবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা বর্তমান ক্রয় ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর বিষয়টি দীর্ঘ সময় ধরেই একটি নিষিদ্ধ আলোচনা হয়ে আছে। এই ফোরামে সরকারি কর্মকর্তারাও জানান তারাও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যাহোক, এ সব স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার কারণে আনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ফোরামে রূপান্তরিত হয় যা সময়মতো শেষ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছিলেন আয়োজকরা।

উপরের ঘটনাটি ঘটেছিল সিলেটে ডিম্যাপের বিভাগীয় ফোরামে। সিপিটিইউ এবং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) যৌথভাবে দেশের সব বিভাগে একটি করে বিভাগীয় ফোরামের আয়োজন করে থাকে। যদিও বিভাগভেদে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তবু এই ফোরাম বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। এই ফোরামগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যেখানে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, দরপত্রদাতা, গণমাধ্যমকর্মী, আইনজীবি, এনজিওকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। ডিম্যাপ প্রকল্পের অধীনে এই সকল নাগরিকেরা সরকারি কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। নীতি নির্ধারণী ও সরকারি ক্রয় তদারককারী একদল কর্মকর্তাও ঢাকা থেকে গিয়ে এই ফোরামে অংশ নেন।

এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় নাগরিকদের সরকারি উন্নয়ন কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে জানানো। একই সঙ্গে এই ফোরামের আলোচনা ও বিতর্ক থেকে ক্রয় প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনার নানা দিক উঠে আসে।

এই ফোরামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত, সরকারি ফোরামে প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে কর্মকর্তারা মন খুলে কথা বলতে সংকোচ করেন। কিন্তু ডিম্যাপের ফোরামে বিভিন্ন অংশীদারের অংশগ্রহণ তাঁদের মন খুলে কথা বলতে সহযোগিতা করে। দলীয় আলোচনায় তাঁরা আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করেন এবং

নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। দরপত্রদাতাদের কথা সাধারণত কখনোই শোনা হয় না। কিন্তু এই ফোরামের উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁরাও মনের কথা বলতে সংকোচ করেন না।

নাগরিকরাও এখান থেকে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকেন। নানা সময়ে তাঁরা উন্নয়নকাজে অনিয়মের কথা পড়ে থাকেন কিন্তু সরকারি ক্রয়নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তাঁদের থাকে না বা প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনা কীভাবে হয় তাও জানতে পারেন না। কিন্তু এই ফোরাম তাঁদের এসব ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকে। ফোরাম থেকে পাওয়া এসব ধারণা তাঁরা পরবর্তীতে কাজে লাগান। আর এই সচেতন নাগরিকের সম্পৃক্ততার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনমাফিক হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ক্রয় প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় প্রশাসন মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন অংশীদারের কাছ থেকে কাজের স্পষ্ট ধারণা পান। আর সেটাই দেশের ক্রয় প্রক্রিয়ার নবরূপায়ণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রাতিষ্ঠিনিকিকরণের পথে বিজিটিএফ

বাংলাদেশ সরকার দরপত্রদাতা ফোরাম (বিজিটিএফ) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুন ২০২০ এর মধ্যে সংস্থাটির আহবায়ক কমিটির ৫ম ও ৬ষ্ঠ সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিটিএফের আহবায়ক ও এলজিইডি-র প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সভায় সদস্য সচিব কাজী মোজাহারুল হক ও আহবায়ক কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মো. সোহেলের রহমান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরী ও সিনিয়র কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট শফিউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় দরদাতা ও ক্রয়কারী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ভিত্তিতে বিজিটিএফ এর কাঠামো তৈরির বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজিটিএফ-এর জন্য বাংলায় একটি খসড়া মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন (এমওএ) প্রস্তুত করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: ত্রৈমাসিক অগ্রগতি কর্মকান্ড জুন ২০২০ পর্যন্ত

কর্মকান্ড	জুন ২০২০ পর্যন্ত
গ্রুপ তৈরি	৭৮
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	৭৮
সাইট মিটিং	৮৩
নাগরিকের অভিযোগ	৯৭
নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের অভিযোগ	৭৫

যশোরের কেশবপুরের নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্য-এর কাজ পরিদর্শন

সিরাজগঞ্জ সদরের উপজেলায় নাগরিক গ্রুপ গঠন

ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ গ্রহণ: সাতক্ষীরা জেলার এলজিইডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কাজের করোনায় কাজের আপডেট নিয়ে পরামর্শ

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের কাজ পরিদর্শন

গ্রুপ অরিয়েন্টেশন: কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদিতে নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যদের নির্মাণ কাজের মান যাচাই সম্পর্কে অরিয়েনটেশন দেয়া হয়।

যশোরের কেশবপুরে ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব মেনে এলজিইডি অফিসের পরামর্শক্রমে সীমিত পরিসরে নাগরিক অবহিতকরণ সভা আয়োজন।

সম্পাদক: **সেলিনা আজিজ** | নির্বাহী সম্পাদক: **ইভান ইকরাম**
বিষয়বস্তু সম্পাদক: **ইনসিয়া খান** | পরিকল্পক: **মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক**